মাতৃত্ব।

কলেজ ক্ল্যাসের ভিতর তরুনদার সঙ্গে কয়েক মাস হইল আমার ভাব হয়েছে, একদিন কোন একটা কথা প্রসঙ্গে তরুন'দা বলিলেন, "অমুক উপন্যাস খানা বোধ হয় পড়েছ,—যেমন গল্পের আর্ট তেমনি লেখার ষ্টাইল।"

পাশের ছেলেটীর কানে উপন্যাস খানির নাম ঢুকিতেই ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সত্যি, আজকাল অমন সুন্দর ও চিন্তাশীল লেখা বড় একটা দেখা যায় না।" আমি তরুন'দার মুখের দিকে চাহিয়া বল্‌লাম, না পড়িনি। তরুন'দা বিস্মিত হয়ে বলে উঠিল, "সেকি? অমন সুন্দর উপন্যাসখানা পড়নি তুমি?"

পল্লীগ্রামের ছেলে আমি। উপন্যাসাদি পাঠ আমার মেটেই পছন্দসই নয়। আমি এসব বড় পড়তাম না, লোকের মুখে শুনি যে অল্প বয়সে উপন্যাস প্রভৃতি পড়লে পড়া শুনার ক্ষতি হয়, অনেক সময় মনের জোর কমে যায়। আর তার উপর আমার মত অবস্থার ছেলের পড়ার ক্ষতি হলেও চলবে না, মোনের জোর কমলেও চলবে না। সুতরাং উপন্যাসে কি লেখা থাকে তাও এ পর্য্যন্ত জানিনে জানবার চেষ্টাও করিনি।

কলেজের ছুটীর পর তরুনদা আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে নিকটে এক বন্ধুর বাড়ী থেকে বইখানি এনে হাতে দিয়ে বল্‌লে, অবসর কালে পড়ে দেখো।"

(২)

সেদিন শরীর বড় ভাল ছিল না। তাই মনে কর্‌লাম দেখা যাক্ উপন্যাস বিষয়টা কি। সবাই বলে বইখানা ভাল, দেখা যাক একবার পড়ে। সেল্‌ভের উপর থেকে বইখানা টেবিলের উপর রাখলাম। দেখি বইটায় একটা ঘুন পোকা বাসা করে আছে। বইখানা আজ পড়ব ভারী আগ্রহ, তাই তাড়াতাড়ি ওটা ভেঙ্গে ফেললাম, তিনটা ছানা শুদ্ধ বাসাটা মাটীতে গড়াগড়ি যেতে লাগল।

দুচার পৃষ্ঠা পড়েছি এমন সময় দেখলাম গুণ গুণ করতে করতে একটা ঘুণ পোকা বইখানার চারিপাশে ঘুরছে। ওঃ কি করুণ সে গুণ গুণ ধ্বনি। আমার পড়া হল না। ভারি ইচ্ছে দেখা যাক কি করে। গুণ গুণ স্বরে হৃদয়ের অব্যক্ত শোক প্রকাশ করে সে তখনও আমার চারিদিকে ঘুরতে লাগল। ওঃ কি নিষ্ঠুর কাজই আমি করেছিলুম! তারপর আরও কতক্ষণ ভাঙ্গা বাসাটার উপরে গুণ গুণ করতে লাগল।

আর আমি পারলাম না। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। বুক ফেটে কান্না আসতে লাগল। চোখ ছাপিয়ে জল উঠল। কি নিষ্ঠুর, কি নির্ম্মম আমি! কি কাজ ছিল আজ আমার উপন্যাস পড়ে। আমি বুক চেপে কাঁদতে লাগলাম। উঃ তখনও আমার কানের কাছে সেই করুণ বিলাপ কাহিনী—মার বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস—দেরে আমার বাছাদের ফিরিয়ে দেরে—গুণ! গুণ!! গুণ!!!

শ্রীআনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রথম বার্ষিক শ্রেণী—
"ক" শাখা।